জেনারেল মইন উ আহমেদকে খোলা চিঠি
আপনার কাছে আমার পাওনা আশি ডলার!
লুৎফর রহমান রিটন

কোনো সেনাপ্রধানকে লেখা এটাই আমার জীবনের প্রথম চিঠি। অবশ্য অতীতে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারী দুয়েকজন সেনা প্রধানকে নিয়ে ছড়া লিখেছি বিস্তর। আপনার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় নেই, তবুও মনে হয় আপনি আমার আত্মার আত্মীয়। কি করে হলো সেটা ? সবিনয়ে সেটাই জানাচ্ছি। আপনার কাছে আমার কোনো ব্যক্তিগত চাওয়া পাওয়া নেই। স্বাধীনতার পর এই ছত্রিশ বছরে আপনার আগে সেনা প্রধানের এই পদটি অনেকেই অলংকৃত করেছেন। তাঁদের কারো নামই (রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছেন এমন দুয়েকজন ছাড়া) আমরা (আমজনতা) মনেও রাখি নি বা রাখার প্রয়োজনও হয় নি। কিন্তু আপনার নামটি সেনা প্রধানদের তালিকায় হীরক-দ্যুতির বিচ্ছুরণ যেনো। কবি জীবনানন্দ দাশ থেকে ধার করে বলি—''এতোদিন কোথায় ছিলেন?''
২৮ মার্চ সেনাবাহিনীর নবম পদাতিক ডিভিশনের উদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানে আয়োজিত চা চক্রে কী আশ্চর্য কুশলতায় দ্বিধাহীন আপনি উচ্চারণ করলেন গভীর হতাশায় নিমজ্জমান সমগ্র জাতির সম্মিলিত আকাঙ্খার হতাশাব্যাঞ্জক পরিণতিকে—''আমরা আমাদের জাতির পিতাকে এখনো স্বীকৃতি দিতে পারিনি।'' *(সাপ্তাহিক ২০০০, ১৩ এপ্রিল ২০০৭)*
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির জনকের মর্যাদায় রাষ্ট্রীয়ভাবে অভিষিক্ত এবং অধিষ্ঠিত করার ব্যাপারে আপনার এই আক্ষেপ কিংবা উপলব্ধি মুহূর্তেই প্রাণিত করলো বাংলাদেশের সিংহভাগ মানুষকে। হঠাৎ করেই মানুষ আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো—সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যায়নি!

১♦ যে দাবিটা আমরা এতোকাল ধরে করে এসেছি, আপনার কণ্ঠে সেই দাবির প্রতিধ্বনি শুনে প্রথমে বিস্মিত এবং পরে আশাবাদী হয়ে উঠতে শুরু করেছি আমরা। বাংলাদেশের এক অতি নগন্য ছড়াকার আমি। আশির দশকের শেষান্তে আমার একটি নামতা ফর্মে রচিত ছড়ার শুরুতেই ছিলো—''এক এক্কে এক/শেখ মুজিবের নামের আগে জাতির পিতা ল্যাখ......।'' আপনার কণ্ঠে আমার রচিত স্বপ্নের বা দাবির প্রতিফলন দেখে শিহরিত না হবার কোনো কারণ দেখি না। আবেগে আপ্লুত না হবার কোনো কারণ দেখি না। প্রবলভাবে আশাবাদী না হবার কোনো কারণ দেখি না।
ইতিহাস বিকৃতির এই বিপন্ন ও বিষন্ন সময়ে, বাংলাদেশের প্রবল এক ক্রান্তিকালে অন্তরাল থেকে সহসা দৃশ্যপটে আপনার আবির্ভাব আরেকবার প্রবলভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে, কখনো ভীত কখনো সন্ত্রস্ত কখনো বা থমকে থাকা-নিস্তরঙ্গ আমাদের চিন্তা চেতনা মনন আর মেধার জগতটিকে। আপনাকে ধন্যবাদ হে সেনাপতি।

২♦ আশ্চর্য এক সময় এসেছিলো আমাদের জীবনে। আমি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ আর স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বলছি। অথচ পঁচাত্তরের পর থেকে আমাদের নিষ্পাপ কোমলমতি শিশু-কিশোর বা নতুন প্রজন্মকে আমরা বাধ্য করেছি মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার বিকৃত ও খন্ডিত ইতিহাস পাঠ করতে। বিশেষ করে ২০০১ এর নির্বাচনের পর বিএনপি-জামাত চার দলীয় জোট সরকারের ঈশ্বরগণ টু থার্ড মেজরিটির

দানবিক শক্তিবলে স্কুলের পাঠ্যবইগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করেছে নির্লজ্জ পারঙ্গমতায়। আপনি এবং আপনারা পাঠ্যসূচির ইতিহাস বিকৃতির সুরাহা করবেন এবং অচিরেই সঠিক ইতিহাস মুদ্রণ করাবেন, আপনাদের এরকম আশ্বাস জাতিকে গ্লানিমুক্ত হবার অপার সম্ভাবনার সুযোগ করে দিয়েছে। আপনাকে অভিবাদন হে সেনাপতি।

৩♦ পঁচাত্তরের পর থেকে মাধ্যমিক স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড / শিক্ষা কারিকুলাম বোর্ডের সদস্য ছিলেন কারা? বইগুলোর সম্পাদনা পরিষদে কারা ছিলেন? মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার বিকৃত-খন্ডিত আর প্রকৃত সত্যকে আড়াল করে অর্ধসত্য ইতিহাস রচনা করেছিলেন কারা? এইসব ভাড়াটে লেখক-বুদ্ধিজীবীদের কি কোনো বিচার হবে না? শাস্তি হবে না?
ত্রাণের টিন চুরি কিংবা রিলিফের শাড়ি আত্নসাৎ, জমি দখল কিংবা কোটি টাকা চাঁদাবাজীর চাইতে এই অপরাধ কি গৌণ? আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সৌরভ আর স্বাধীনতার গৌরব চুরি বা আত্নসাৎ এর চাইতে বড় অপরাধ তো ওগুলো নয়। মাননীয় সেনা প্রধান, টিন কিংবা শাড়ি চোর, জমি দখলদার কিংবা টাকা লুন্ঠনকারীদের যদি জেলে ঢোকানো হয় তাহলে তিরিশ লক্ষ শহীদের প্রাণ আর ছয় লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের মূল্যে কেনা স্বাধীনতার ইতিহাস লুন্ঠনকারীদের জেলে ঢোকানো হবে না কেনো? লেখার কারণে জেলে যাওয়া গৌরবের, কিন্তু বিকৃত ইতিহাস রচনার দায়ে জ্ঞাণপাপী ভাড়াটে লেখক-বুদ্ধিজীবীদের জেলে যাওয়া এবং শাস্তি পাওয়াকে তারা কোনোদিন গৌরবের বিষয় হিশেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবেন না। এখন যেমন খন্দকার মোশতাকের সন্তানেরা দেশে এবং বিদেশে,তাদের পিতার পরিচয় গোপন রাখতে পারলেই বাঁচে, তেমনি মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার মিথ্যে ইতিহাস রচনাকারীদের জেল খাটতে হলে দেশবাসীর কাছে তো বটেই, আত্নীয়-পরিজনদের কাছেও তারা হয়ে থাকবেন ঘৃণার পাত্র— যুগ যুগ ধরে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে।

৪♦ আপনি বলেছেন— ‘‘এখন সময় এসেছে ঘুরে দাঁড়ানোর। চলুন আমরা একসঙ্গে আবার দেশের জন্য যুদ্ধ করি। দেশকে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন করি।’’ *(সাপ্তাহিক ২০০০, ১৩ এপ্রিল ২০০৭)*
আপনার এই বক্তব্যে এটা পরিষ্কার যে আমাদের দেশটা প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হয়নি। যদি হতো তাহলে মুক্তিযুদ্ধের চিহ্নিত শত্রু এবং যুদ্ধাপরাধী, একাত্তরের ঘাতক-দালাল-রাজাকার-আলবদররা মন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হতো না, দৃশ্যমান হতো না তারা বাংলাদেশের পতাকা শোভিত গাড়িতে।

৫♦ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়ে আপনি বলেছেন—‘‘যারা যুদ্ধাপরাধী—সরকার এটা দেখবে।’’ *(প্রাগুক্ত)*। মাননীয় সেনা প্রধান,সরকার এটা কবে দেখবে? কখন দেখবে? বিএনপি-আওয়ামী লীগের দূর্নীতিবাজ নেতাদের গ্রেফতার-মামলা-ইন্টারোগেশন-জেলের খবর হরদম আসছে পত্রিকায়। কিন্তু জামায়াত যথারীতি থেকে যাচ্ছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ঘটনাটা কি? রাজনৈতিক দলের সংস্কার এবং স্বচ্ছতা আমরাও চাই। অবসান চাই পরিবারতন্ত্রেরও। কিন্তু আওয়ামী-বিএনপি বা হাসিনা-খালেদার পতনের আড়ালে ধর্মান্ধ মৌলবাদী জামায়াতের উত্থান তো দেশবাসী চায় না। আমি বিশ্বাস করি—আপনার মাধ্যমে, ‘‘সরকার এটা দেখবে’’।

৬♦ রাজনৈতিক দলগুলোয় সংস্কার অবশ্যই হতে হবে—কিন্তু পলিটিক্যাল ভবঘুরে আর রাজনৈতিক টোকাইদের দিয়ে নতুন দল গড়া হলে এবং সেই নতুন দলে হানিফপুত্র খোকন কিংবা ব.দ চৌধুরীপুত্র মাহীকে দিয়ে যদি পরিবারতন্ত্র বিরোধী নৃত্যগীত পরিবেশন করানো হয়, তাহলে কিন্তু মাননীয় সেনাপ্রধান

"দুইখান কথা" আছে। পরিবারতন্ত্রের তবারুক বা বাতাসা হিশেবেই কিন্তু আমাদের রাজনীতির নোংরা ময়দানে খোকন-মাহী টাইপের খেলুড়েদের আগমন। যদিও বিস্মরণপ্রিয় জাতি আমরা,তারপরেও নিকট অতীতের কথা আমাদের কিছুটা মনে থাকলেও আমরা স্মরণে আনতে পারি— রাষ্ট্রপতি বাবার আশীর্বাদে চতুর মাহী বিটিভির নিজস্ব চাংক কব্জা করে (ভাড়া নিয়ে) সেই চাংক-এ বাইরের অনুষ্ঠান প্রচার করে, কৈ-এর তেলে কৈ ভেজে বিপুল মুনাফা লুন্ঠন করে আসছিলো দীর্ঘদিন ধরে। বাবার ক্ষমতা হাতছাড়া হয়ে গেলে আমরা দেখেছি মাহীরও হাতছাড়া হয়ে যায় বিটিভির চাংক। পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার গল্প আমরা শুনেছি। শুনেছি পরের কাঁধে বন্দুক রেখে ফায়ারের গল্পও। কিন্তু বাংলাদেশ টেলিভিশনের নিজস্ব সময় কিনে নিয়ে বেশি দামে সেই সময়টাই আবার বিটিভির কাছে বিক্রি করার মতো মেধা যার আছে, সুযোগ পেলে তো সে গোটা বিটিভি ভবনটাই বিক্রি করে দিতো! মাহীর দেখানো পথ ধরেইতো পরবর্তীতে আমরা দেখলাম খালেদাপুত্র কোকোও একই পদ্ধতিতে বিটিভির চাংক ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা লুন্ঠন করেছে বছরের পর বছর ধরে! মাননীয় সেনাপ্রধান, বাবার সাথে বিকল্প আবার বাবা-চাচা(অলি)দের সাথে এলডিপি করে এখন আপনাদের "সৎ মানুষের খোঁজে" শীর্ষক পাইলট প্রকল্পে তার "পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়" যদি, তবেতো "ইলেকশন ক্যারিকেচার"এর "ইঙ্গিত"ই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে,"এইদেশে এইবেশে" "সাতঘাটের কানাকড়ি"র বিনিময়ে যেই লাউ সেই কদুই তো হলো, না কি?

৭♦ আপনার স্মৃতিশক্তির ওপর পূর্ণ আস্থা রেখেই বলি—একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশী দোসরদের জন্যে আমাদের মা-বোনকে "গণিমতের মাল" হিশেবে ধর্ষণের ফতোয়াদানকারী শর্ষীনার পীর মওলানা আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ্ কে দেয়া হয়েছিলো সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার স্বাধীনতা পদক, ১৯৮০ সালে। অথচ কী আশ্চর্য,একজন মুক্তিযোদ্ধাই ছিলেন তখন রাষ্ট্রক্ষমতায়!
গত ছত্রিশ বছরে মুক্তিযোদ্ধার হাতে মুক্তিযোদ্ধার মৃত্যু বারবার প্রত্যক্ষ করেছে জাতি। কর্ণেল তাহের, খালেদ মোশাররফ, জিয়াউর রহমান, জেনারেল মঞ্জুর, কতোজনের নাম বলবো? রাজাকারের হাতে একজন রাজাকারেরওকি মৃত্যু ঘটেছে, মাননীয় সেনাপ্রধান?

৮♦ জেনারেল মইন উ আহমেদ,আপনার কারণে আমার ব্যক্তিগত ক্ষতির পরিমাণ আশি ডলার। কানাডায় আমার মতো একজন স্বল্প আয়ের ছা-পোষা মানুষের কাছে টাকার এই অংকটা মোটেও সামান্য কিছু নয়। এই জীবনে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। মিরাকলি যদি দেখা হয়েই যায়, আমাকে আশিটি ডলার ফেরৎ দেবেন তো মাননীয় সেনাপ্রধান?
ঘটনাটা খুলেই বলি। টেলিফোনের আবিষ্কারক গ্রাহাম বেল-এর দেশ হলেও কানাডায় টেলিফোন, বিশেষ করে মোবাইল বা সেলফোন ব্যবহার মোটেও সস্তা কিছু নয়। এক শহর থেকে অন্য শহরে ফোন করা মানেই লংডিস্টেন্স চার্জের কবলে পরা। আর মোবাইল হলেতো কথাই নেই, লংডিস্টেন্সের সঙ্গে যুক্ত হবে রোমিং চার্জ এবং কলটাইম চার্জ। এরকম নানাবিধ চার্জের কবল থেকে রেহাই পেতে টেলিফোন ব্যবহার করতে হয় খুব সতর্কতার সঙ্গে।
চায়না,কলাম্বিয়া,ভারত,সোমালিয়া,পাকিস্তান,বসনিয়া,আলবেনিয়া,মেক্সিকো,নাইজেরিয়াসহ কয়েকটি দেশের লেখকদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিতব্য এক্সাইল এবং ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন বিষয়ে একটি এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার ওয়ার্কশপের জন্যে আমাকে একটি নাটক লিখতে বলা হলো। আমি লিখলাম—"এক্সপ্যাট্রিয়েট ইন ক্যানাডিয়ান মিরেজ"। স্বল্পদৈর্ঘ্য এই নাটকের রিহার্সাল এবং মঞ্চায়ন দেখতে মার্চ মাসের শেষান্তে আমাকে যেতে হলো নিজের শহর অটোয়া থেকে পাঁচ শ কিলোমিটার দূরের

শহর টরন্টোয়। তিনদিন তিনরাত্রি ছিলাম ওখানে। আমার স্ত্রী এবং কন্যার সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধার্থে সেলফোনটা বরাবরই সঙ্গে থাকে। প্রয়োজনে স্ত্রী বা কন্যা মিসকল দেয়। তারপর আমি লোকাল কোনো ল্যান্ডফোন থেকে কার্ড এর মাধ্যমে দ্রুত যোগাযোগ করি। ওতে খরচ অনেক কম পড়ে। তো সেদিন, ৩১ মার্চ সন্ধ্যায় আমার নাটকের ফাইনাল স্টেজ রিহার্সাল হচ্ছে। পরদিন মঞ্চায়ন। তিরিশ মিনিটের একটা ব্রেক পাওয়া গেলো ছটায়। চা বিরতি। নিজের চা নিজেই বানিয়ে নিতে হয় এখানে। সবে চায়ে চুমুক দিয়েছি এমন সময় আমার সেলফোনটা (কবি নির্মলেন্দু গুণের ভাষায় মুঠোফোন) মিষ্টি সুরে বেজে উঠলো। না, আমার স্ত্রী কিংবা কন্যার কল নয়। স্ক্রিনে ভেসে ওঠা নামটি টরন্টোর মাহফুজুল বারীর। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী। আমার অত্যন্ত প্রিয় বারী ভাইয়ের ফোন, তাই ফোন বিলের ভয়াবহতা উপেক্ষা করে ঝটপট রিসিভ করে ফেললাম। আমার কুশল-টুশল জিজ্ঞেস না করেই উৎকণ্ঠায়-উত্তেজনায় কম্পমান কণ্ঠে বললেন তিনি—
— ঢাকার খবর শুনেছেন কিছু?
— কি খবর, খারাপ কিছু?
— ঢাকায় নাকি ভয়াবহ অবস্থা? ক্যান্টনমেন্টে মিলিটারি ক্যু হয়ে গেছে! জেনারেল মইনকে নাকি মেরে ফেলা হয়েছে!
— বলছেন কি!
— একটু খবর নিয়ে আমাকে জানান ভাই প্লিজ। খুবই টেনশনে আছি।
— মাত্র কদিন আগে আপনার বাইপাস সার্জারি হয়েছে বারী ভাই, আপনি উত্তেজিত হবেন না। আমি খোঁজ নিয়ে জানাচ্ছি আপনাকে।

মাননীয় সেনাপ্রধান,মাত্র দু'দিন আগে আপনাকে নিয়ে আমরা দুজন দীর্ঘ ফোনালাপ করেছি। বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনকের স্বীকৃতি ৩৬ বছরেও দিতে না পারার বেদনার কথা উচ্চারিত হয়েছিলো আপনার কণ্ঠে। সাবেক সেনা কর্মকর্তা বারী ভাই আর আমি মহা উচ্ছ্বসিত ছিলাম আপনাকে নিয়ে। বারী ভাই আমাকে বারবার উৎসাহিত করছিলেন আমি যেনো কিছু একটা লিখি বাংলাদেশের পত্রিকায়, আপনাকে নিয়ে। আপনার আকাঙ্খার সঙ্গে আমাদের স্বপ্নের অন্তরঙ্গতা নিয়ে। আপনাকে অভিনন্দিত করে। আমি লিখবো লিখবো করেও লেখাটা হয়ে ওঠেনি। এর মধ্যেই ঘটে গেলো......!

আয়োজকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আমার রিহার্সাল পর্বটিকে আপাতত স্থগিত রেখে অন্যদের রিহার্সাল চালিয়ে যাবার অনুরোধ করলাম। কারণ হিশেবে বর্ণনা করতে হলো বিস্তারিত,বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি। অতঃপর ছুটি মিললো। চলে গেলাম পাশের কামরায় ।
ঢাকায় ফোন করতে গিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি—দিবারাত্রির ব্যবধানে বাংলাদেশে তখন ভোর চারটা। এতো সকালে কাউকে ফোন করার আগে আমি আমার মুঠোফোনেই ডাইরেক্ট ফোন করলাম অটোয়ার একটি বাড়িতে, যাদের টিভিতে ঢাকার এটিএন বাংলা চ্যানেলটি আছে। গৃহকর্তী ফোন রিসিভ করতেই তাকে বললাম—ভাবী দ্রুত টিভি অন করে এটিএন বাংলা চ্যানেলে যান, তারপর আমাকে বলুন ওখানে ব্রেকিং নিউজ হচ্ছে কিনা।
—কিসের ব্রেকিং নিউজ? বাংলাদেশে কী আবার ঘটলো যে আপনি আমাকে টরন্টো থেকে ফোন করেছেন?
অতঃপর তাঁকেও বলতে হলো বিস্তারিত। আমার ধারণা— যেহেতু এটিএন বাংলা ২৪ ঘন্টাই চালু থাকে, ওরা নিশ্চয়ই এব্যাপারে কিছু প্রচার করবে। গৃহকর্তী ভদ্রমহিলা আমাকে নিশ্চিন্ত করার মানসে বললেন—নারে ভাই কোনো ব্রেকিং নিউজ হচ্ছেনা এই বিষয়ে।
— তাহলে এখন কি দেখাচ্ছে এটিএন বাংলা, মানে কোন্ অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে এখন?

— নারে ভাই কোনো অনুষ্ঠানই এখন প্রচার হচ্ছেনা। ডিউ টু টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিজ বাংলাদেশের অনুষ্ঠান এখন সরাসরি প্রচার করতে পারছে না ক্যানাডার রজার্স ক্যাবল নেটওয়ার্ক। এজন্যে দুঃখ প্রকাশের একটা বিজ্ঞপ্তি (টেলপ) কন্টিনিউয়াসলি প্রচারিত হচ্ছে। আর দেখাচ্ছে লোকাল নাচা-গানা।
ভদ্রমহিলার কথা শুনে আমি তো আঁতকে উঠলাম—তার মানে কি বাংলাদেশ থেকে এটিএন বাংলা কিংবা চ্যানেল আই সরাসরি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে পারছে না? তবে কি বারী ভাইয়ের কথাই ঠিক? মারাত্মক কিছু একটা ঘটে গেছে বাংলাদেশে?
অতঃপর শুরু হলো আমার মুঠোফোন থেকে সরাসরি বাংলাদেশে কল করা। কারণ আমার কাছে তখন ফোনকার্ড নেই, আর ফোনকার্ড কিনতে যাবার সময় এবং ধৈর্য ও নেই। সুতরাং ডাইরেক্ট কল— ফ্রম ক্যানাডা টু বাংলাদেশ। এতো ভোরে যাকেই কল করি সে-ই আঁতকে ওঠে। সাংবাদিক বন্ধুরাও। তারপর টিভি আর রেডিও অন করে আমাকে জানায়—নাহ্ তেমন কোনো কিছুই প্রচার হচ্ছেনা। আটলান্টিকের এপার থেকেও বুঝতে পারি— মহা টেনশনের মধ্যে ফেলে দিয়েছি আমি তাদের। মাথা কাজ করছে না, কাজ করছে না—শেষমেশ মাথা কাজ করলো—আরে, ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে বসবাস করে এমন কাউকে ফোন করলেই তো হয়!
আমার পরিচিত এবং ঘনিষ্ট একজনের ঘুম ভাঙালাম। জানতে চাইলাম—ঘটনা যা শুনছি তা সত্য না মিথ্যা?
আমাকে লাইনে রেখেই পুরোপুরি নিশ্চিত হবার জন্যে বাড়ির বাইরে গিয়ে পরিস্থিতি অবলোকন করে আত্মীয়টি জানালো— না তো, তেমন কিছু ঘটেছে বলে তো মনে হলোনা!
তার কথায় পুরোপুরি আস্থা আনতে না পেরে ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে বসবাস করে এমন আরেকজনের কাছে ফোন করলাম এবং এতো ভোরে তার মহামূল্যবান ঘুমটা নষ্ট করলাম বলে তিরস্কৃত হলাম। তিরস্কৃত হলেও দ্বিতীয়জন প্রথমজনের চাইতে বেশি অথেন্টিক আমার কাছে। তিনি আমাকে একশ পার্সেন্ট গ্যারান্টিসহ সঠিক খবরটি দিলেন। আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে, খবরটা স্রেফ গুজব। এরপর, প্রথমেই আমি চিন্তামুক্ত করলাম বারী ভাইকে।

৯♦ মার্চ মাসের টেলিফোন বিল পেলাম এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে, ডাকযোগে। আমার নিয়মিত প্রদেয় মাসিক পঁয়তাল্লিশ ডলারের সঙ্গে এমাসে যুক্ত হয়েছে অতিরিক্ত আশি ডলার। কলিং লিস্ট অনুযায়ী ৩১ মার্চ সন্ধ্যায় এক ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যেই আমি টরন্টো থেকে অটোয়া-টরন্টো-বাংলাদেশে কথা বলেছি অনেকবার। ফোন কোম্পানির রোমিং-লংডিস্টেন্স-এয়ারটাইম ইত্যাদি বহু চার্জের কবলে পড়ে গেছি আমি স্বেচ্ছায়। সুতরাং ক্ষমা নেই, বিল পরিশোধ করতে আমি বাধ্য।

১০♦ মাননীয় সেনা প্রধান, লেখার শুরুতে বলেছিলাম—আপনার কাছে আমার পাওনা আশি ডলার। না, মাত্র আশি ডলার আমার পাওনা নয়। আমার পাওনা তারচে বেশি। বাংলাদেশের অতি নগন্য এক ছড়াকার-সাংবাদিক আমি। হাত ফস্কে মাঝে মধ্যে কবিতাও বেরিয়ে আসে। ২০০৫ সালের অক্টোবরের ০৭ তারিখে লেখা আমার একটি কবিতা প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় আপনাকে শোনাতে চাই মাননীয় সেনা প্রধান। ‘‘মূল্যায়ন বনাম মোল্লায়ন’’ নামের সেই কবিতাটি ছাপা হয়েছিলো ওই বছরের ০৮ অক্টোবরে, দৈনিক আমাদের সময়ে—

মূল্যায়ণ আর মোল্লায়নকে
নিছক উচ্চারণজনিত ক্রুটি ভাবলে অভিধানের শ্লীলতাহানী ঘটে।
ঘোষক এবং পাঠককে এক করে ফেললে
ইতিহাস বিকৃত হয়।

কিন্তু বিকৃত আর বিক্রিত-র উচ্চারণ এক হলেও
ওদের ফেসভ্যালু আলাদা।
পাঠককে ঘোষক বললে আমরা বুঝে নেবো তুমি বিকৃত এবং বিক্রিত!

কতিপয় মুক্তিযোদ্ধা রাজাকারদের মুল্যায়ণ করছে!
কতিপয় রাজাকার মুক্তিযোদ্ধাদের মোল্লায়ন করছে!!
চলিতেছে চলিতেছে—
মোল্লায়ন আর মুল্যায়ণের অপুর্ব সার্কাস!!!

মাননীয় সেনাপ্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদ,—এইসব সার্কাসের অবসান চাই আমি। লেখার শুরুতে যে আশি ডলারের দাবি আমি করেছিলাম, সমাপ্তিতে এসে সেই দাবিটি আমি প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। কিন্তু সার্কাসের অবসান বিষয়ক দাবিটি বহাল থাকলো মাননীয় সেনাপ্রধান।

অটোয়া,কানাডা॥ ১৫ জুন ২০০৭

riton100@gmail.com